দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 9 OCT 1993

২০টি পলিটেকনিকে ডাবল শিফ্‌ট চালু করার প্রস্তাব

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে জানুয়ারী হইতে দ্বিতীয় শিফটে আরও মোট ৪০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করার একটি প্রস্তাব সরকারের সর্বোচ্চ মহলে বিবেচিত হইতেছে। এই প্রস্তাব ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অনুকূল সুপারিশ লাভ করিয়াছে। কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হইলে মাঝারি পর্যায়ের প্রকৌশলী তৈরীর খরচ ৮০ ভাগ কমিয়া জনপ্রতি ৩ লক্ষ টাকা হইতে ২৫ হাজারে নামিয়া আসিবে এবং উচ্চশিক্ষাপীঠে ভর্তি হইতে ব্যর্থ হাজার থানার হাজার শিক্ষার্থী কারিগরী উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হইবে। উল্লেখ্য, পলিটেকনিক গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচাইতে কম। পাশকরার ১৮ মাসের মধ্যে তাহাদের শতকরা ৮৮ জন কর্মসংস্থান লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি বিকাশ লাভ করায় সেখানে পলিটেকনিক গ্রাজুয়েটের চাহিদা বিপুলভাবে বাড়িতেছে।

সেশনজট নিরসনের চেষ্টায় পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটসমূহের শিক্ষকদের সমিতি দুই বৎসর আগে দুই শিফটে ক্লাস গ্রহণ করিয়া এই পদ্ধতির সাফল্য প্রমাণ করেন। সকাল ৮টা হইতে ২টা পর্যন্ত ক্লাসরুম গ্রহণের পর ২০টি পলিটেকনিকের ক্লাসরুম ও ওয়ার্কশপ অবশিষ্ট ১৮ ঘন্টা শূন্য পড়িয়া থাকে। হোষ্টেলে ও চেষ্টা করিলে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমাবেত প্রচেষ্টায়, বিনা ঝামেলায় বাড়তি শিক্ষার্থী রাখা ও শিক্ষার আবহাওয়া রক্ষা করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, বর্ত্তমান মূল্যে ভবন, জমি, যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাদিসহ প্রতিটি পলিটেকনিকে এমন সুবিধা রহিয়াছে, যাহা নূতন করিয়া স্থাপন করিতে গেলে ৮০ হইতে ১০০ কোটি টাকা খরচ পড়িতে পারে।

বিদ্যমান শিক্ষা কাঠামোর উপর ওয়ার্কশপের কিছু কাঁচামাল এবং শিক্ষকদের বাড়তি শিফটের জন্য আনুপাতিক কিছু পারিশ্রমিক দিলে মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব বলিয়া উৎসাহী শিক্ষকগণ মনে করেন।

বৎসরে ৪ হাজার করিয়া নূতন ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করিলে ৩ বৎসরের মধ্যে পলিটেকনিকসমূহে দ্বিতীয় শিফটে ছাত্র সংখ্যা ১২ হাজারে উন্নীত হইবে।

কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উপর জোর দিয়া পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি বলিয়াছেন, জাপানে কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার অনুপাত ৪০:৬০। বাংলাদেশে এ অনুপাত দশমিক ০৪:৯৯ দশমিক ৯৬। কারিগরি শিক্ষায় কেবল জাপানের তুলনায় নয়। ভারত ও পাকিস্তান হইতে বহুগুণ পিছাইয়া থাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দুর্বল।